বনলতা সেন ; (বনলতা সেন)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী কবিতা।
কবিতাটি রোমান্টিক কল্পনায় আন্দোলিত। কবি এখানে ইতিহাস-সচেতন —
'হাজার বছর ধরে -- -'

অতীত সন্ধানী কবি স্বভাবতই রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন। জীবনকেও উপলব্ধি করেছেন তিনি — যে জীবন যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত।

প্রকৃতিচেতনাও এখানে লক্ষণীয় —
'সবুজ ঘাসের দেশ' যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।
'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে'

আবার 'দারুচিনির নীড়ের মত চোখ'-এর ব্যঞ্জনায় রোমান্টিক কল্পনা অনেকটা মিস্টিক / রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।
(চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য)

এক প্রশান্তি ও করুণার আশ্বাসবহ চেতনা আছে কবিতাটিতে।

Sunday 10

Scanned by CamScanner

Sunrise

প্রকৃতি ও প্রেমের সংমিশ্রিতে রূপ পেয়েছে - জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'।

ইতিহাস চেতনা :- বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, বিদিশার, শ্রাবস্তীর উল্লেখ।

আধুনিক জীবনযন্ত্রণায় ক্লান্ত কবি তাই বলেছেন
— 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক',
'সে নাবিক হালভেঙে হারায়েছে দিশা',
'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।'

এবং শেষে শান্তি পেয়েছেন বনলতারূপী নারীর প্রেমে এবং আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন 'সবুজ ঘাসের দেশে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' - এ।

Scanned by CamScanner

Marks (10)

প্রেমের কবিতা না প্রেম অন্বেষণের কবিতা?

জীবনানন্দ পূর্ববর্তী বাংলা কবিতায় প্রেম শরীরহীন এক সুদূর অভিসারের যাত্রী। সেই প্রেম মূলত প্লেটোনিক। সেই সময়ের কবিদের প্রেমিকারা থাকতেন রোমান্টিক কল্পলোকে বা স্বপ্নের জগতে (বিহারীলালের সারদা, রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী)

কিন্তু তিরিশের দশকে এক নতুন কাব্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি কবিদের প্রেমচেতনা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হল। শুরু হল কামনা-বাসনাময় প্রেমের আস্ফালন। বাংলা প্রেমের কবিতায় স্থান পেল —

১) প্রবৃত্তির তাড়না ও ইন্দ্রিয়লালসা।
২) দেহ তৃষ্ণা
৩) মুগ্ধতা ও আসক্তি।

কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমের উৎকট প্রকাশ নেই, তিনি মূলত আত্মবেদনার ও আত্মদংশনের কবি। তাই তাঁর প্রেমের কবিতা অন্বেষণমুখী।

জীবনানন্দের প্রেমচেতনা অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবহমান। তাঁর প্রেমিকা আবহমান কাল ধরে প্রেমিকা। হাজার বছর ধরে জীবনানন্দের অতৃপ্ত প্রেমিক প্রবল দু-দণ্ড শান্তিলাভের প্রত্যাশায় বনলতাদের সারিই প্রেমিকাকে অন্বেষণ করতে শুরু করেন।

Scanned by CamScanner

হাজার বছর ধরে পথ হেঁটেও তিনি যখন তাঁর কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকাকে পান না, তখনই ছুটে যান বনলতা সেনের কাছে। কেননা একমাত্র তারই আছে - পাখির নীড়ের মতো চোখ, সেখানে আশ্রয় মিলবার সম্ভাবনা আছে, তার মধ্যেই আছে জীবনের সমুদ্র সফেন গভীরতা। তাই সিংহল, মালয়, বিদর্ভ নগরী অতিক্রম করে তিনি আবার বনলতা সেনের নিকট এসে দাঁড়ান। ভ্রাম্যমান এই পুরুষ প্রেমিকের অতীত তখন মুছে যায়। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পুরুষ-প্রেমিক পুনরায় দেখতে পায় বনলতার সেই রূপ।

আবহমান কাল ধরে ~~দৃষ্টিতে দূর তিনি~~ ~~প্রেমিক~~ ফিরে আসা প্রেমিককে দেখে বনলতা প্রশ্ন করেছে — 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

— এখানে ফুটে উঠেছে পরস্পর না মিলতে পারার আবহমান বিচ্ছেদের নিষ্ঠুর সত্যটি। তাই জীবনানন্দ লিখেছেন — 'থাকে শুধু অন্ধকার'।

প্রেমের কবিতা হিসাবে কবিতাটি অনবদ্য হলেও হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার মধ্যে প্রেম অন্বেষণই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় প্রেমিক স্থির নয় চঞ্চল, স্থানু নয় ভ্রাম্যমান, তৃপ্ত নয় অতৃপ্ত। হাজার বছর অন্তহীন পথ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে এই অন্বেষণের শুরু, কিন্তু কোনো সমাপ্তি নেই, এই অন্বেষণের ক্লান্তি নিয়ে জীবনানন্দের পুরুষ-প্রেমিক যে ছলনাময় বাস্তবের মুখোমুখি হয়, সেখানে রয়েছে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তা। ফলে আত্মদহন ও আত্মোপলব্ধির গভীর বেদনায় মথিত জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা। এই বেদনার সূচনা থেকে সমাপ্তিতে আছে শুধু লাঞ্ছনা। তাই এটিও প্রেম-অন্বেষণের কবিতা।

Scanned by CamScanner